দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

03

ফরিদপুর পলিটেকনিকের ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা

ফরিদপুর, ৯ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফ্যাক্স)।– ফরিদপুর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের জের আজ বুধবারেও চলে। এলাকাজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গত রোববার সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউট সংলগ্ন দু'জন দোকানদার আকবর ও হায়দার ছাত্রদের কাছে পাওনা টাকা দাবি করায় ঘটনার সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা দোকানদারদের মারধর করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। ছাত্ররা প্রধান লোহার গেট বন্ধ করে দিয়ে ইনস্টিটিউট ভবনের ছাদে অবস্থা নেয় এবং জনতার ওপর ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। এ সময় অর্ধ শতাধিক জনতা আহত হয়। সোমবার সকালে বিক্ষুব্ধ জনতা সংঘবদ্ধ হয়ে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। এ সময় জনতা দু'টি আবাসিক হলের অভ্যন্তরে ঢুকে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ছাত্ররা জনতার প্রতি ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয়পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় অর্ধ শতাধিক আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ১০ জন ছাত্রকে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জনই গুলিবিদ্ধ। হাসপাতালে ভর্তি আহত ছাত্ররা হচ্ছে– এনায়েত (২০) ফরিদপুর, ইমরান (২২) গাজীপুর, সাজেদুল ইসলাম (১৮) যাত্রাবাড়ী–ঢাকা, কাইজার (২০) গোপালগঞ্জ, মুরাদ হোসেন (২১) দাউদকান্দি– কুমিল্লা, মাসুদ আলম (২০), উত্তরা–ঢাকা, মামুন (১৮) বাবুগঞ্জ–বরিশাল, মজিবর রহমান (২২) ও মাহমুদুর রহমান (২১) ফরিদপুর এবং আল–মাসুদ (২২)–রাজবাড়ী। অপরদিকে আহত জনতা বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছে। পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায় ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের জন্য ইনস্টিটিউট এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য আবাসিক হলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করেন।

ঘটনার জের হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার এবং আজ বুধবারও বেশ কয়েকজন আহত হয়। জানা গেছে, মঙ্গলবার ছাত্র মুরাদ ছুরিকাহত এবং ছাত্র মহিউদ্দিন ও এনায়েত চাইনিজ কুড়ালের আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এলাকার কতিপয় রিকশাচালককে ছাত্ররা বেদম মারপিট করে বলে জানা গেছে। এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ৫৫ লাখ টাকার সম্পদ ক্ষতির কথা উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন।